সমকাল

তারিখ 24 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

শাবিতে নানা অনিয়ম

পরীক্ষা না দিয়েই ভর্তির সুযোগ!

■ তন্ময় মোদক, *শাবি*

সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই ভর্তির জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় নাম এসেছে এক শিক্ষার্থীর। বিষয়টি ধামাচাপা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ভর্তির ফলের পিডিএফ কপি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভর্তি পরীক্ষার 'বি২' ইউনিটের স্থাপত্য বিভাগের প্রশ্নে ড্রইং ও স্থাপত্য বিষয়ে প্রশ্ন থাকার কথা থাকলেও সাধারণ জ্ঞান এবং রসায়ন থেকেও প্রশ্ন করা হয়েছে। জালিয়াতি করে আটক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চলাকালীন ডিভাইসের মাধ্যমে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

পরীক্ষা না দিয়েই ভর্তির সুযোগ!

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বাইরে থেকে প্রশ্ন ও উত্তর পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেনি। 'বি১' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই অপেক্ষমাণ মেধা তালিকায় নাম এসেছে নড়াইলের শিক্ষার্থী মো. আসিফুজ্জামান ইমনের। ব্লু বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি পরীক্ষাকেন্দ্রের ৪০৩ নং কক্ষে তার পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল বলে জানিয়েছেন ভর্তি কমিটির এক সদস্য। অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় পরীক্ষা দিতে না এলেও অপেক্ষমাণ মেধা তালিকায় তার নাম রয়েছে। পরীক্ষা না দিয়ে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার বিষয়টি তদন্ত না করেই শাবির ওয়েবসাইট থেকে ভর্তির ফলের পিডিএফ ফাইল সরিয়ে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে সমকালের হাতে ওই পিডিএফের ডাউনলোড কপি ও ভর্তি কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর করা ফলের নথি রয়েছে।

শিক্ষার্থী আসিফুজ্জামানের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেই ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় শাবিতে পরীক্ষা দিতে যাইনি। কীভাবে এটি হয়েছে, আমার জানা নেই।'

জানতে চাইলে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মো. আবদুল গণি বলেন, 'প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শকের ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে। তবে কমিটি স্বচ্ছতা রেখেই কাজ করে যাচ্ছে।'

স্থাপত্য বিভাগের প্রশ্নে 'সাধারণ জ্ঞান ও রসায়ন'

'বি২' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় স্থাপত্য বিভাগের প্রশ্নপত্রে আর্ট ও ড্রইং সংক্রান্ত প্রশ্নের জায়গায় সাধারণ জ্ঞান ও রসায়ন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে এমন ভুল নিয়ে ক্যাম্পাসে নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, স্থাপত্য বিভাগে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আলাদাকরে ৩০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে স্থাপত্য বিভাগের ড্রইং ও স্থাপত্য বিষয়ক প্রশ্ন আসবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ প্রশ্নপত্রে আর্ট ও ড্রইং সংক্রান্ত প্রশ্নের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান ও রসায়ন অংশ থেকে প্রশ্ন করা হয়। স্থাপত্য বিভাগে ৩০টি সিটের বিপরীতে ১৮৯৫ জন শিক্ষার্থী আবেদন করলেও পাস করছেন মাত্র ৯৯ জন। এমন প্রশ্নের কারণে ভর্তিচ্ছুদের পরীক্ষা ও তার ফলে প্রভাব পড়েছে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা।

জানতে চাইলে ভর্তি কমিটির সদস্য সচিব সহযোগী অধ্যাপক মহিবুল আলম জানান, ভর্তি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে 'জুনিয়র' হওয়ার কারণে স্থাপত্য বিভাগের কোনো শিক্ষক ছিলেন না।

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি তদন্তে কমিটি হয়নি

জালিয়াতি করে ভর্তি হতে গিয়ে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস কান থেকে পড়ে যাওয়ায় মেহেদী হাসান সবুজ এবং ডিভাইসে ত্রুটির কারণে শব্দ বাইরে যাওয়ায় সানোয়ার হোসেন নামে দুই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরীক্ষার দিন দুপুরে তাদের শাবির বি১ ইউনিটের পরীক্ষা চলাকালে আটক করা হয়। আটক শিক্ষার্থীরা সাংবাদিকদের জানা, তাদের বাইরে থেকে ডিভাইসের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তর বলা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিটি না হওয়ায় ক্যাম্পাসজুড়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

জানতে চাইলে ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবদুল গণি সমকালকে জানান, 'ভর্তির প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ বিষয়ে মামলা হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি।'